প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০১ ● মাস: জানুয়ারী-মার্চ ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

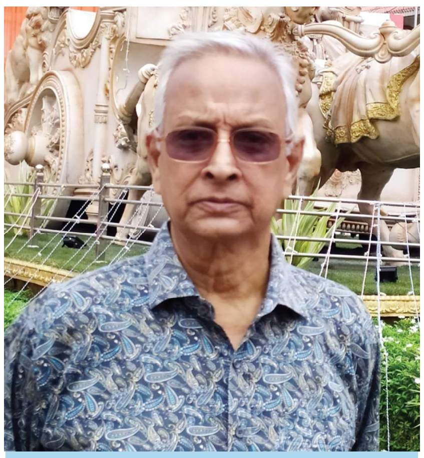

অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত

মুক্তি কক্‌সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী পূর্ণগঠিত কক্সবাজার জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কক্সবাজার জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে *(এরপর পাতা-৩, কলাম-৪)*

কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে চেঞ্জিং কর্ণার উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক

জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই

জেলা প্রশাসক মোঃ মামুনুর রশীদ বলেছেন, জীবনে সফল হতে হলে বই পড়ার উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। জ্ঞান অর্জনের জন্য বই পড়ার কোন বিকল্প নেই। তিনি শিক্ষার্থীদের বিখ্যাত কিছু লেখকের বই পড়ারও আহ্বান জানান। গত ১০ মার্চ, দাতা সংস্থা চিলড্রেন অন দ্য এজ এর অর্থায়নে, জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায়, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মুক্তি কক্‌সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের চেঞ্জিং কর্ণার উদ্বোধন কালে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক উল্লিখিত বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্‌সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) মোঃ নাসিম আহমদ, জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ নাসির উদ্দিন, মুক্তি কক্‌সবাজার এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক জেবুন্নেছা, প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার এবং উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদা মোর্শেদা আইভি। এছাড়াও শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং মুক্তি কক্‌সবাজার এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, ছাত্রীরা বিশেষ সময়ে এই চেঞ্জিং কর্ণার ব্যবহার করবে। স্কুল চলাকালীন সময়ে ছাত্রীরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে বা যে কোন সময় বিশ্রামের প্রয়োজন হয় তখন এই চেঞ্জিং কর্ণার ব্যবহার করতে পারবে। আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন ওই চেঞ্জিং কর্ণার প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় কক্সবাজার জেলা প্রশাসন, মুক্তি কক্‌সবাজার এবং দাতা সংস্থা চিলড্রেন অন দ্যা এজ' কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেয়েদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ সহায়তার জন্য মুক্তি কক্‌সবাজারকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাধীন দেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা চালু করেন বঙ্গবন্ধু

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গঠন করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা চালু করেন এবং তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে জামানত ও সুদবিহীন ঋণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি'র উদ্যোগে আয়োজিত কক্সবাজারে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়' করণীয় সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় বক্তারা উপরিউক্ত কথা বলেছেন। কক্সবাজারস্থ বিয়াম ফাউন্ডেশনের হলরুমে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন অথরিটি'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ্ (গ্রেড-১)। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের প্রশংসা করে বক্তারা আরো বলেন, রুরাল স্যোশাল সার্ভিস (আরএসএস) প্রকল্পের আওতায় সর্ব প্রথম সুদ ও জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সারা বিশ্বে অন্যতম বৃহত্তম আর্থিক খাত হিসেবে সুপরিচিত।

মতবিনিময় সভায় তারা আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সনে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেই এ খাতের উন্নয়ন ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। *(এরপর পাতা-৩, কলাম-৪)*

ভাসানচরে লার্নিং সেন্টার উদ্বোধন

নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরে বলপ্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার শিশুদের বার্মিজ ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে Children on the edge (COTE) এর অর্থায়নে মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত "Non formal education program for the children of Forcibly Displaced Myanmar Nationals in Bhasanchar" শীর্ষক প্রকল্পের লার্নিং সেন্টার এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।

গত ০২ মার্চ ২০২২, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাসানচরের ৮০ নাম্বার শেডে Children on the edge (COTE) এর অর্থায়নে মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত উক্ত লার্নিং সেন্টার এর উদ্বোধন করা হয়। প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ রবিউল ইসলামের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন, *(এরপর পাতা-৩, কলাম-৩)*

চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএ-সএফ) এর অর্থায়নে ও মুক্তি কক্‌সবাজার বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজনে দিনব্যাপি চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের সিএনজি ষ্টেশনস্থ সমৃদ্ধি কর্মসূচি কার্যালয়ে দিনব্যাপী চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প এর উদ্বোধন করেন চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান।

মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার এর সভাপতিত্বে উক্ত চক্ষু ক্যাম্পে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি *(এরপর পাতা-৩, কলাম-৪)*

মুক্তি কক্‌সবাজার এর কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ মার্চ, ২০২২ কক্সবাজার শহরের মোটেল রোডস্থ জারা কনভেনশন হল এ উক্ত কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবমুখর ও প্রানবন্ত ওই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্‌সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী।

শহরের ভেতরেই কোলাহল মুক্ত পরিবেশে আয়োজিত উক্ত কর্মী সমাবেশ সকাল ১০টায় বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ও উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট শিবু লাল দেবদাস, কার্যকরি পরিষদের সাধারন সম্পাদক বাবলা পাল এবং প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার।

উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্‌সবাজার এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক জেবুন্নেছা, সহ-সাধারন সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুরনজিত পাল, শব্দায়ন আবৃত্তি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও আবৃত্তি শিল্পী জসিম উদ্দিন বকুল, কার্যকরি পরিষদ সদস্য অধ্যাপক অজিত দাশ, মন্দিরা পাল, সোহেল আহমদ বাহাদুর এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

এছাড়াও ইউএনএফপিএ, ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, সেভ দ্যা চিলড্রেন, কেয়ার বাংলাদেশ, ব্র্যাক, আইভিওয়াই জাপান' সহ অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারদের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং মুক্তি কক্‌সবাজার এর *(এরপর পাতা-৩, কলাম-২)*

চকরিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ছয় ভাইয়ের পরিবারকে অনুদান প্রদান

চকরিয়া উপজেলার মালুমঘাট এলাকায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ছয় ভাইয়ের পরিবারকে অর্থ সহায়তা প্রদান করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মুক্তি কক্‌সবাজার।

গত ৫ মার্চ ২০২২, নিহত ছয় ভাইয়ের মা, ভাই ও স্ত্রীদের হাতে অর্থ সহায়তার চেক তুলে দেয়া হয়। প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে মোট চার লক্ষ টাকা অনুদান দেয় মুক্তি কক্সবাজার।

চেক প্রদানের সময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (মানবসম্পদ ও উন্নয়ন) নাসিম আহমদ, মুক্তি কক্সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী, চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জেপি দেওয়ান, *(এরপর পাতা-৩, কলাম-২)*

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন

"আপনার অধিকার, আপনার দায়িত্ব: দুর্নীতিকে না বলুন" প্রতিপাদ্যকে ধারন করে কক্সবাজার সদর, মহেশখালী, রামু এবং পেকুয়া উপজেলায় আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপন করেছে মুক্তি কক্‌সবাজার।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নির্দেশে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলা চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে কৈশোর কর্মসূচি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, পেকুয়া-রামু-সদর উপজেলায় ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কর্মসূচি এবং মহেশখালী উপজেলার বড় মহেশখালী ইউনিয়নে প্রবীনদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি'র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন করা হয়। বিভিন্ন উপজেলার অনুষ্ঠানগুলোতে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী, যুবা-প্রবীনরা উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘ ২০০৩ সালে ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ঘোষণা করে। সে হিসেবে *(এরপর পাতা-৩, কলাম-৩)*

প্রত্যয়
(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈ মাসিক প্রকাশনা)
● সংখ্যা: ০১ ● মাস: জানুয়ারী-মার্চ ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করছেন মহেশখালী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ সাইফুল ইসলাম।

নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাল্টিপারপাস ওমেন সেন্টার এর যাত্রা শুরু

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় পিছিয়ে পড়া নারীদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে মাল্টিপারপাস উইমেন সেন্টার।

উইমেন সেন্টারে নারীদের নেতৃত্ব বিকাশের শিক্ষা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, নারীদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করা সহ নানা ভাবে পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে আনতে সহযোগিতা করা হবে। ইউএন উইমেন এবং অক্সফাম এর সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার টেকনাফের হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন এলাকায় সেন্টারটি চালু করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে সেন্টারের উদ্বোধন করেন কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক মোঃ মামুনুর রশিদ। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা প্রশাসক বলেছেন, “এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। স্থানীয় নারী নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগসমূহকে সেন্টারটি যাতে সত্যিকার অর্থে নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং ও রিপোর্টিং নিশ্চিত করতে হবে।

মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, বক্তব্য রাখেন, টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী অফিসার পারভেজ চৌধুরী, ইউএন উইমেন হেড অব কক্সবাজার ফ্লোরা ম্যাকুলা, অক্সফাম বাংলাদেশের অন্তর্বতীকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর এনামুল মজিদ খান সিদ্দিক, মুক্তি কক্সবাজারের উপদেষ্টা এড. শিবু লাল দেবদাস, সাধারন সম্পাদক বাবলা পাল, অক্সফামের হেড অব অপারেশনস আশুতোষ দে, স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান নুর আহমদ আনোয়ারী, টেকনাফের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তাহেরা আক্তার মিলি, টেকনাফ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ শওকত হোসেন, কানজর পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী প্রফুল্ল কুমার সরকার, উপকারভোগী নারী মিনারা বেগম, জাইনুবা মুন্নি। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন অক্সফামের সিনিয়র জেন্ডার অফিসার ফৌজিয়া ইয়াসমীন। ইউএন উইমেন হেড অব কক্সবাজার ফ্লোরা ম্যাকুলা বলেন, মাল্টি-পারপাস উইমেন সেন্টার নারীদের জীবন রক্ষাকারী পরিষেবাগুলির জন্য একটি নিরাপদ এবং কার্যকর ব্যবস্থা অফার করে, মনোসামাজিক সহায়তা এবং প্যারামেডিক সহায়তা থেকে শিক্ষা এবং জীবিকার সুযোগ পর্যন্ত। প্রথম বছরের মধ্যে, কেন্দ্রটি প্রায় ৮ হাজার মহিলা কে সহায়তা করবে। ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য দুর্যোগের সময় এটি একটি আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে পারে।

তিনি আরো বলেন "আমরা নারীদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে, তাদের ক্ষমতা জোরদার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের সুযোগ করে তাদের জীবন উন্নত করার ব্যবস্থা করতে চাই।" সুইডেন সরকারের আর্থিক সহায়তায় অক্সফাম এবং মুক্তি কক্সবাজার - নেতৃত্ব, শিখন এবং জীবিকার মাধ্যমে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং হোস্ট সম্প্রদায়ের মহিলাদের ক্ষমতায়ন"-এর অংশ হিসাবে বহু-মাত্রিক এই নারী কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্রটি নারী ও মেয়েদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান, সেইসাথে তথ্য ও পরিষেবার জন্য একটি ওয়ান-স্টপ হাব।

অক্সফাম বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন কান্ট্রি ডিরেক্টর এনামুল মজিদ খান সিদ্দিক বলেছেন, হোয়াইকংবাসী-দের জন্য এটি একটি অনন্য সুযোগ। বাংলাদেশের বাকি অংশের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করার এবং নারী সমাজের ব্যাপক ক্ষমতায়নে অগ্রগামী হওয়ার জন্য তিনি এলাকাবাসীর প্রতি অনুরোধ জানান।

কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে আয়োজিত স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গুরা মিয়া।

মুক্তি কক্সবাজারের আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা

নারীকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে, সম্মান করতে হবে

মুক্তি কক্সবাজার এর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। গত ৮ মার্চ ২০২২, “আজকের লিঙ্গ সমতা, টেকসই আগামী” প্রতিপাদ্যকে ধারন করে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর উপদেষ্টা, জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শব্দায়ন আবৃত্তি একাডেমির পরিচালক, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন বকুল, মুক্তি কক্সবাজার এর উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী এবং ফান্ড রেইজিং ম্যানেজার মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গির। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মুক্তি কক্সবাজার মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব, জেন্ডার ফোকাল পার্সন তাহমিনা আক্তার ও শিক্ষা প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার তনুশ্রী দাশ। বক্তারা বলে, নারীদেরকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। তাদেরকে যথাযথ সম্মান দিতে হবে। বর্তমান সময়ে নারীরা বিভিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা ঘরে যেমন কাজ করছে, তেমনিভাবে কর্মক্ষেত্রেও সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বক্তারা আরো বলেন, মা কথাটি ছোট হলেও এর বিশালতা অনেক। মাকে ভালোবাসার মত করে, দেশকেও ভালোবাসতে হবে। প্রীতিলতা, বেগম রোকেয়া, জাহানারা ইমাম এর মত মহিয়সি নারীরা যেমন নারীদের অগ্রগতি এবং উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন, নারীদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে এনেছেন, ঠিক তেমনিভাবে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে আমাদের নারীদেরকেও স্ব স্ব ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য নিরলস পরিশ্রম করতে হবে।

নারী দিবসের অনুষ্ঠানের গান, আবৃত্তি এবং আলোচনা সভায় আরো অংশগ্রহণ করেন মুক্তি কক্সবাজার এর প্রশানিক কর্মকর্তা রোয়াহা ইয়ারোবা রোহা, প্রকল্প সমন্বয়কারী সৈয়দা সেলিনা শিরিন, প্রকল্পের যোবাইদা খানম, বেবি ভট্টাচার্য, মৌটুসি পাল তমা, উম্মে রুমায়ুন, শিক্ষা প্রকল্পের কর্মকর্তা সাদ্দাম হোসেন, স্যোশাল মোবিলাইজার জেসমিন আক্তার, মুহিব উল্লাহ ইলিয়াছ, শিক্ষিকা ত্রিপর্ণা ধর, আঞ্জুমান এবং অতিথি শিল্পী উপমা দে প্রমূখ।

নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন

দাতা সংস্থা UNFPA এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর-এলজিইডি এর কারিগরি সহযোগিতায়, বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থায়নে, মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত GBViE কর্মসূচির অধীনে ক্যাম্প-১৫ এ একটি নতুন নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র (WFS) উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২, উক্ত নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার ও উপসচিব মোহাম্মদ সামছু-দ্দৌজা, ক্যাম্প ১৫ এর সহকারী ক্যাম্প ইন-চার্জ ও সহকারী সচিব অমিত কুমার সাহা, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল UNFPA বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ Dr. Eiko Narita, হেড অব সাব UNFPA Roselidah Raphael, ISCG এর সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর Mr. Arjun Jain এবং মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। আলোচনা সভা শেষে অতিথিবৃন্দ ফিতা কেটে উক্ত নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রমের শুভ সুচনা করেন। উল্লেখ্য যে, Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project এর মাধ্যমে বল প্রয়োগে বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের মনো-সামাজিক, জিবিভি সচেতনতামূলক সেশন, কেইস ম্যানেজমেন্ট, মিডওয়াইফারি সেবা ও ডিগনিটি কিট প্রদানের লক্ষ্যে নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্রগুলো প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে।

টেকনাফে উপকারভোগীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে DFAT AHP III অর্থায়নে Oxfam এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত "DFAT AHP Bangladesh Rohingya Response Phase III Inclusive for the selected host community of Teknaf upazila, Coxs Bayar district" প্রকল্পের ৫০জন আইজিএ (টেইলারিং) উপকারভোগীর প্রতিজনকে ১টি করে সেলাই মেশিন ও নগদ এক হাজার পাঁচশত টাকা করে প্রদান করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ ২০২২, হ্নীলা প্রকল্প অফিস সিকদার ভবন প্রাঙ্গণে মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার’র সভাপতিত্বে উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান রেজাউল করিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম এর ইএফএসভিএল সিনিয়র অফিসার মোঃ ইকবাল ফারুক। প্রধান অতিথি রেজাউল করিম বলেন, মুক্তি ককসবাজার সংস্থাটি কক্সবাজার জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মুক্তি কক্সবাজার টেকনাফ উপজেলার মধ্যে অনেক উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে তারই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের অধীনে হ্নীলা ইউনিয়নে ১৯০৫ জন উপকারভোগী নির্বাচন খুবই স্বচ্ছতার সাথে মুক্তি কক্সবাজার সম্পন্ন করেছে। এই সেলাই মেশিন কোনভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না। যদি কেউ সেলাই মেশিন বিক্রি বা হস্তান্তর করে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশেষ অতিথি ইকবাল ফারুক বলেন, আপনাদের আজকে সহায়তা হিসেবে সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হলো এগুলো সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে সংসারে আয় বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে মুক্তি ককসবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার বলেন, মুক্তি কক্সবাজার ১৯৯৬ খ্রিঃ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে ২৪ টি চলমান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ পরিবারকে বিভিন্ন ধরণের সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। সুবিধাভোগিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকে আপনাদের সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হল, তা আপনার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আপনাদের আচরণ ও কাজের দক্ষতা দিয়ে সেবা গ্রহীতাদের মন জয় করতে হবে, যদি সেবা গ্রহীতাদের মন জয় করতে না পারেন তাহলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনারা টিকতে পারবেন না। তাই সেবা গ্রহীতাদের সাথে ভাল আচরণ করারও আহবান জানান তিনি।

মুক্তি কক্সবাজার এর DFAT AHP III Livelihood প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: ফয়সাল বারী’র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব, সাংবাদিক, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন তামজিদ, হিসাব রক্ষণ অফিসার মো. দিদারুল আলম, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল, আকতার কামাল, মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ প্রমূখ।

মুক্তি কক্সবাজার Mukti Cox's Bazar TO BE GOOD TO DO GOOD

প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০১ ● মাস: জানুয়ারী-মার্চ ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশে এখনো হিরো মুক্তিযোদ্ধারা

মুক্তি কক্সবাজার এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী বলেছেন, আমরা অনেক ত্যাগ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। অপার সম্ভাবনার এই বাংলাদেশের হিরো এখনো মুক্তিযোদ্ধারা। মুক্তিযোদ্ধাদের মত দৃঢ় মনোবল ও দেশপ্রেম নিয়ে আমাদের নিজেদের কাজগুলো সঠিক সময়ে করতে হবে। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী তরুণ। তরুণদেরকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে। তিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মিথ্যা এবং দুর্নীতিকে পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান।

গত ২৬ মার্চ ২০২২, গোলদীঘির পাড়স্থ মুক্তি কক্সবাজার প্রধান কার্যালয় সম্মেলন কক্ষে, মুক্তি কক্সবাজার আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আলোচনা সভা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজারের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা, বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কার্যকরি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবলা পাল। উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী ও ফান্ড রেইজিং ম্যানেজার মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গীর।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে বিশিষ্ট আইনজীবি এডভোকেট শিবু লাল দেবদাস বলেন, স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে হলে জাতি এবং দেশকে অভিন্ন সত্ত্বায় এগিয়ে যেতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে এমনটি হয়েছিল বলেই বাংলাদেশ কম সময়েই স্বাধীন হয়েছিল।

জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মুক্তি কক্সবাজারের মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদ এবং সকল মুক্তি সংগ্রামীদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

স্বাধীনতা দিবসের গান, আবৃত্তি এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মকর্তা অলক কান্তি শর্মা, তাহমিনা আক্তার, সেলিনা শিরিন, সিরাজুল কবির বুলবুল, যোবাইদা খানম, বেবি ভট্টাচার্য, পম্পি পাল, মৌটুসি পাল তমা, কান্তা দে, মুহিব উল্লাহ ইলিয়াস, বাপ্পী দাশ, পলাশ দে, প্রীতি চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজারের প্রধান কার্যালয় এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন

(শেষ পাতার পর)

করেছেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার জনাব, শাহ রেজওয়ান হায়াত। গত ২ ফেব্রুয়ারী ২০২২, ক্যাম্প ১৫ এর উক্ত নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের পিএস মন্জুর আহসান (সিনিয়র সহকারী সচিব) এবং ক্যাম্প-১৫ এর ক্যাম্প ইন-চার্জ শঙ্কর কুমার বিশ্বাস (সহকারী সচিব), মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার এবং ডেপুটি প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী। পরিদর্শন শেষে শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, মুক্তি কক্সবাজারের জিবিভিআইই প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রসংশা করেন এবং ভবিষ্যত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু মূল্যবান দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

টেকনাফে বাস্তবায়িত প্রকল্প

(শেষ পাতার পর)

উন্নয়নে এ প্রকল্প ও মুক্তি কক্সবাজার এর ভূমিকাসহ কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। তিনি মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে এ কার্যক্রম আরো বেশি ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন মুক্তি ককসবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার। প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের পূর্বে তিনি প্রকল্প অফিস পরিদর্শন করেন এ সময় প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ ফয়সাল বারী এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, হ্নীলা ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান ও ৫ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মোঃ রেজাউল করিম, প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ মঈন উদ্দিন তামজিদ, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল প্রমূখ।

চকরিয়ায় সড়ক দূর্ঘটনায়

(১ম পাতার পর)

মুক্তি কক্সবাজার এর কার্যকরি পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক জেবুন্নেছা এবং সাধারণ পরিষদ সদস্য ও হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্টের ট্রাষ্টি বাবুল শর্মা। মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার এর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ১৬নং ডুলাহাজারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুল ইসলাম আদর, মুক্তি কক্সবাজার এর মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব, ডুলাহাজারা ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্যবৃন্দসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। বক্তারা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বলেন, গাড়ি চাপায় একই সাথে একই পরিবারের ছয়জন মারা যাওয়াটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। ওই অনাকাঙ্খিত ঘটনায় শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

মানবিক কারনে মুক্তি কক্সবাজার তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের পরিবারের শিক্ষিত লোকদের চাকরি দেওয়া, প্রয়োজনে ওই পরিবারের পাশে থাকা এবং তাদের স্বাবলম্বী করে তুলতে সহযোগিতার কথাও জানান বক্তরা।

মুক্তি কক্সবাজার এর কর্মী

(১ম পাতার পর)

উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সংস্থার কর্মীদের অংশগ্রহণে সংগীত, নৃত্য এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব, জেন্ডার ফোকাল তাহমিনা আক্তার, টেকনিক্যাল অফিসার তনুশ্রী দাশ এবং স্যোস্যাল মোবিলাইজার শিমুল দাশ।

আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বলেন, ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করা মুক্তি কক্সবাজার এখন বেসরকারি খাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্য দূরিকরণে বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মুক্তি কক্সবাজার যাতে তার সাফল্যময় কর্মকান্ড নিয়ে আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারে সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বক্তরা।

ইউএস এম্বেসেডরের শিশু

(শেষ পাতার পর)

শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেন। তাঁরা শিখন কেন্দ্রসমূহে প্রায় ১ ঘন্টা অবস্থান করেন শিশুদের শ্রেণীকার্য ও মায়ানমার কারিকুলামের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরে শিখন কেন্দ্রের পরিদর্শন খাতায় প্রশংসাসূচক মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন এম্বাসেডরের স্ত্রী এমি হাস, এম্বেসেডরের দেহরক্ষী সৈয়দ ফাইজুস সালেহিন, সহকারী আঞ্চলিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা ডাসটিন ডুং, ফরেন সার্ভিস ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটর শেখ শিবলি, আঞ্চলিক শরনার্থী সমন্বয়ক ম্যাকেঞ্জি রো, শরনার্থী সহকারী ইশতিয়াক আহাম্মেদ, রাজনৈতিক কর্মকর্তা সোফিয়া মুলেনবার্গ, ইউএসএইড পরিচালক এলেন ডি গুজম্যান, তথ্য সহকারী মাহাদী হাসনাত। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিসেফের ইমার্জেন্সি ম্যানেজার মাইকেল জুমা ও এডুকেশন অফিসার হাফসা রহমান। উল্লেখ্য ইউনিসেফের সহায়তায় মুক্তি কক্সবাজার কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সংস্থাটি এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯ টি ক্যাম্পে ৫২০ টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (এলসি) প্রতিষ্ঠা করেছে যা ৪৬৯৯০ রোহিঙ্গা শিশুকে শিক্ষার সুযোগ পেতে সহায়তা করছে।

টেকনাফে উপকারভোগীদের মাঝে

(শেষ পাতার পর)

সার ও ক্ষেতে বেড়া দেয়ার জন্য জাল বিতরন করা হয়। প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে উপকারভোগিরা মুরগি পালন ও অন্যান্য ক্ষুদ্র আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহন করবেন। প্রকল্পের উপকারভোগিরা হাঁস মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন এবং প্রকল্পের কর্মীরা তাদেরকে নিয়মিত কারিগরী সহায়তা প্রদান করছেন। ইতোমধ্যে প্রকল্পের উপকারভোগিদের পশু ও পাখির মৃত্যুহার হ্রাস করার লক্ষ্যে হ্নীলা ইউনিয়নে ১৫ জন টিকাদানকারী নির্বাচন করে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই প্রকল্পের ৩০০জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উপকারভোগীদের মাঝে ব্যবসা পরিচালনার জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গত ১২ জানুয়ারী ২০২২, টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের দরগা পাড়া সি এন্ড বি মাঠে করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপকারভোগী ৩০০জন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রত্যেককে নগদ ৪ হাজার টাকা করে (১ম ধাপ) সহায়তা প্রদান করা হয়।

উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী। মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ ফয়সাল বারী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের ৬ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ও প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ আবুল হোছন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড এর ইউপি সদস্য মোঃ বেলাল উদ্দিন, ৩নং ওয়াৰ্ড ইউপি সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ড ইউপি সদস্য মোঃ রেজাউল করিম, মুক্তি কক্সবাজার এর ফান্ড রাইজিং ম্যানেজার মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গীর, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, মনিটরিং ম্যানেজার মোঃ তোফায়েল ইসলাম। প্রধান অতিথি বলেন, কক্সবাজার জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সার্বিক উন্নয়নে মুক্তি কক্সবাজার অবদান রেখে চলেছে। এই প্রকল্পের অধীনে হ্নীলা ইউনিয়নে ৮০০ জন উপকারভোগী নির্বাচন খুবই স্বচ্ছতার সাথে মুক্তি কক্সবাজার সম্পন্ন করেছে। এ উপকারভোগী নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি এই ধরণের আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মুক্তি কক্সবাজার ও Oxfam কে ধন্যবাদ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প আরো বাস্তবায়নের জন্য আহবান জানান। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কার্যক্রমের উপকারভোগীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আজকে যে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন তা ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাসঁ-মুরগী পালন সহ বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে ব্যয় করবেন। পাশাপাশি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সরকারের সকল আইন মেনে চলার আহ্বানও জানান তিনি। বিতরন অনুষ্ঠানে এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়নের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুক্তি কক্সবাজার এর প্রকল্প কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন তামজিদ, হিসাব রক্ষণ অফিসার মো. দিদারুল আলম ও মোঃ সুরজ খান, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল, আকতার কামাল, মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ ও পল্লী রানী রুদ্র প্রমূখ।

উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের উপকারভোগিদের বসতভিটায় উন্নত পদ্ধতিতে সবজি চাষ, হাঁস মুরগী পালন, ছাগল পালন ও সেলাই প্রশিক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বসতভিটায় শাক সবজি চাষ, ফল-মুল উৎপাদন, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদির মাধ্যমে উপকারভেগিরা বিষমুক্ত টাটকা শাকসবজি , ডিম, মাংস খেতে পারবে, পাশাপাশি অতিরিক্ত উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারবেন।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী

(১ম পাতার পর)

এবার ১৯তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস। জাতিসংঘ সারা বিশ্বকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যেই ইউনাইটেড ন্যাশনস কনভেনশন অ্যাগেইনেস্ট করাপশনের (আনকাক) মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ "আনকাক" এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস পালন শুরু করে।

ভাসানচরে লার্নিং সেন্টার

(১ম পাতার পর)

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভাসানচর ক্যাম্প ইনচার্জ রবীন্দ্র চাকমা, UNFPA এর প্রতিনিধি Alexa Mekonen ও Pragna Jui Chakma, ভাসানচর শিক্ষা সেক্টরের সমন্বয়কারী ও UNHCR এর প্রতিনিধি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর জিবিভিইআই প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোঃ শামীম সরদার, প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ ফয়সাল বারী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বিজয় চন্দ্র দে সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অতিরিক্ত শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী লার্নিং সেন্টার পরিচালনা করতে হবে। শিশুদের খেলাধুলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উপর নজর দিতে হবে। তিনি রোহিঙ্গা শিশুদের মিয়ানমারের সংস্কৃতিকে ধারণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতেও আহ্বান জানান।

অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী

(১ম পাতার পর)

সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনাব সোমেশ্বর চক্রবর্তীকে সভাপতি ও শব্দায়ন আবৃত্তি একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার জসিম উদ্দিন বকুলকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি গঠন করা হয়।

চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে চক্ষু

(১ম পাতার পর)

কক্সবাজার এর কার্যকরি পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক জেবুন্নেছা, সাধারন সম্পাদক বাবলা পাল ও নির্বাহী পরিষদ সদস্য বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বিমল চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নাসির উদ্দিন, মুক্তি কক্সবাজার এর মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

চক্ষু ক্যাম্পে চিকিৎসা সেবা এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেন কমিউনিটি চক্ষু হাসপাতাল এর কনসালটেন্ট ও বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ বিমল চৌধুরী ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। অতিথিবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, মুক্তি কক্সবাজার মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কাজ করছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন(পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ২০২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তার মধ্যে চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন একটি। বক্তরা আশা প্রকাশ করেন, আগামীতে দারিদ্র্য মুক্ত ও সমৃদ্ধ ইউনিয়ন হিসেবে কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নটি হবে মডেল ইউনিয়ন। এর জন্য দরকার সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি কার্যক্রম সহ মানব উন্নয়নে সকল ধরনের কার্যক্রম সমৃদ্ধি কর্মসূচির মাধ্যমে এই ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দিনব্যাপী এই ক্যাম্পে বিনামূল্যে ১৮৮ জন রোগীর চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় । ২৩ জন রোগীকে চোখের ছানি অপারেশনের জন্য শনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বিনামূল্যে তাদের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে।

প্রত্যেক রোগীকে প্রয়োজনীয় চোখের ঔষধ সহ ব্যবস্থা পত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে চক্ষু ক্যাম্পের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমন্বয়কারী মোঃ রুহুল আমিন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মোঃ আরিফ হোসেন ও মোঃ হাশেম খান, উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, শিক্ষা সুপারভাইজার মোঃ জাহাঙ্গির আলম, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন, এমআইএস কর্মকর্তা মোঃ জাহেদ হোসেন, ম্যানেজার উজ্জল কুমার সেন, ক্রেডিট অফিসার রুবেল দাস, শিউলি দাস, হিসাব রক্ষক প্রনব দে এবং কর্মসূচির স্বাস্থ্যকর্মীবৃন্দ।

স্বাধীন দেশে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা

(১ম পাতার পর)

এরই প্রেক্ষিতে স্টাডি পরিচালনা, বাংলাদেশ ব্যাংক মাইক্রোফিন্যান্স রিচার্স এন্ড রেফারেন্স ইউনিট (এমআরআরইউ) প্রতিষ্ঠা ও স্টিয়ারিং কমিটি গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক সহায়ক দক্ষ এবং টেকসই ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা নির্মাণে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন ২০০৬ অনুসারে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে অথরিটির সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৭৪৬টি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এমআরএ'র সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশব্যাপী ৩ কোটি ৫২ লক্ষ গ্রাহকের মাঝে এই বছরে ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বক্তারা বলেন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবেলাসহ তারা দরিদ্র অসহায় মানুষদের বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পুরো শিক্ষা জীবনের জন্য প্রতি মাসে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকার "বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি" চালু করেছে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬'এর ১৫(১) ধারা অনুযায়ী এমআরএ'র সনদ ব্যতীত কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নেই। একই আইনের ৩৫(১)(ক) ধারা অনুযায়ী এমআরএ'র সনদ ব্যতীত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, কক্সবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) মোঃ নাসিম আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এ ক্ষুদ্রঋণ সেক্টরের হালনাগাদ তথ্য উপস্থাপন করেন এমআরএ'র পরিচালক মোঃ নূরে আলম মেহেদী। এমআরএ'র উপপরিচালক পঙ্কজ কুমার পাল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মুক্তি কক্সবাজার এর প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার ক্ষুদ্র ঋণ এর সমস্যা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন। এছাড়া কক্সবাজারে কর্মরত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের প্রত্যয়ঃ

"TO BE GOOD AND TO DO GOOD"

প্রত্যয়

(মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক প্রকাশিত একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা)

● সংখ্যা: ০১ ● মাস: জানুয়ারী-মার্চ ● বর্ষ: ০১ ● সাল: ২০২২

ইউএস এম্বেসেডরের শিশু শিখনকেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এম্বেসেডর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মুক্তি কক্সবাজার এর শিশু শিখনকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। গত ২৮ মার্চ মার্কিন এম্বাসেডর পিটার হাসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল উখিয়াস্থ ক্যাম্প-৪ এ অবস্থিত ছায়াবিথি শিশু শিখন কেন্দ্র-১ ও ২ পরিদর্শনে আসেন।

প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান মুক্তি কক্সবাজার এর শিক্ষা কর্মসূচির ফোকাল পার্সন কিসওয়ার তাবাসসুম ও প্রকল্প সমন্বয়কারী শান্তনু শেখর রায়। প্রতিনিধিদল এসময় *(এরপর পাতা-৩, কলাম-১)*

টেকনাফে বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে DFAT AHP III এর অর্থায়নে OXFAM এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত DFAT AHP III Project এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিচালক (রেজি: এন্ড অডিট) জিনাত আরা (যুগ্ম সচিব)। গত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০২২, মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ক্ষুদ্র ব্যবসা, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, বসত বাড়িতে শাক সবজির বাগান করা, মুরগি পালন সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে সুবিধাভোগিদের সাথে সুবিধাভোগি নির্বাচনের প্রক্রিয়া, তাদের জীবনমান *(এরপর পাতা-৩, কলাম-১)*

নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার

দাতা সংস্থা UNFPA এর কারিগরি সহযোগিতায়, বিশ্ব ব্যাংক ও এলজিইডি এর অর্থায়নে, বল প্রয়োগ পূর্বক বাস্তচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে, মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত GBViE প্রকল্পের ক্যাম্প ১৫ এর নারী বান্ধব সেবা কেন্দ্র পরিদর্শন *(এরপর পাতা-৩, কলাম-১)*

বিশেষ সঞ্চয়ের চেক বিতরণ করেছে মুক্তি কক্সবাজার

টেকসই সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন সদস্যদের মাঝে বিশেষ সঞ্চয়ের চেক বিতরণ করেছে মুক্তি কক্সবাজার। গত ২৩ মার্চ ২০২২, কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে উক্ত চেক প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। বিশেষ সঞ্চয় করা ৭জন উপকারভোগী সদস্যকে ওই চেক প্রদান করা হয়।

উক্ত চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চৌফলদন্ডী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান ও মুক্তি কক্সবাজার এর উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য নাসির উদ্দিন, আমানুল হক, এহছানুল হক, নিলুফার ইয়াছমিন, মুক্তি কক্সবাজার এর মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল মাহমুদ সাকিব, সমৃদ্ধি সমন্বয়কারী রুহুল আমিন, উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা হেলাল উদ্দিন এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ। অনুষ্ঠানে অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, সবাইকে সঞ্চয়ের মনোভাব তৈরি করতে হবে। সঞ্চয়ের মাধ্যমে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সর্বোপরি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষ সঞ্চয়ের পাওয়া চেক এর টাকা যাতে সঠিক কাজে ব্যবহার হয় তার উপরও গুরুত্বারোপ করেন বক্তারা।

খুরুশকুলে স্কুল উদ্বোধন ও বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণ

দাতা সংস্থা চিলড্রেন অন দ্যা এজ এর অর্থায়নে, মুক্তি কক্সবাজার পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড হামজার ডেইল ইসলামাবাদে মুক্তি স্কুল উদ্বোধন করা হয়েছে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের নতুন ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মাঝে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। গত ৫ জানুয়ারি ২০২২, খুরুশকুল মুক্তি স্কুল ইসলামাবাদ শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন ও বিনামূল্যে উপকরণ বিতরণ করা হয়।

উক্ত উদ্বোধনী ও উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর কার্যকরি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবলা পাল এবং প্রধান নির্বাহী বিমল চন্দ্র দে সরকার।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তি কক্সবাজার এর মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন অফিসার ফয়সল সাকিব, প্রকল্প ব্যবস্থাপক সুদেব রুদ্র, হিসাব কর্মকর্তা অলক কান্তি শর্মা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ, শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য যে, ২০১০ সাল থেকে চিলড্রেন অন দ্যা এজ এর অর্থায়নে কক্সবাজার সদর এবং রামু উপজেলায় ৯টি শিক্ষা কেন্দ্র এবং ২০১৮ সাল থেকে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া ও চন্দনাইশ উপজেলায় ৫টি শিক্ষা কেন্দ্রে এবং রোহিঙ্গা শরনার্থী শিবিরে (বার্মিজ) ৭৫ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র-শ্রমজীবি শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে মুক্তি কক্সবাজার।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে, মুক্তি কক্সবাজার বাস্তবায়িত কৈশোর কর্মসূচির আয়োজনে ক্লাব সমূহের কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কক্সবাজার সদর উপজেলার চৌফলদন্ডী ইউনিয়নে গত ১৭ মার্চ ২০২২, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে উপস্থিত বক্তৃতা, দেশের গান, কবিতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশমাতৃকার অকুতোভয় সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ গুরা মিয়া।

এছাড়াও সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ এবং মুক্তি কক্সবাজার এর বিভিন্ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

টেকনাফে উপকারভোগীদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান

টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে DFAT AHP III অর্থায়নে Oxfam এর কারিগরি সহযোগিতায় মুক্তি কক্সবাজার কর্তৃক বাস্তবায়িত "DFAT AHP Bangladesh Rohingya Response Phase III Inclusive for the selected host community of Teknaf upazila, Cox's Bazar district" প্রকল্পের ১০০জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন উপকারভোগীর প্রতিজনকে হাঁস মুরগি পালনের জন্য নগদ পাঁচ হাজার চারশত টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

গত ১৪ মার্চ ২০২২, হ্নীলা প্রকল্প অফিসের হল রুমে মুক্তি ককসবাজার এর উপ-প্রধান নির্বাহী সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী'র সভাপতিত্বে উক্ত বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রাশেদ মাহমুদ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অক্সফাম এর ইএফএসভিএল সিনিয়র অফিসার মোঃ ইকবাল ফারুক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাশেদ মাহমুদ আলী বলেন, মুক্তি কক্সবাজার সংস্থাটি কক্সবাজার জেলার স্বনামধন্য কিছু ব্যক্তিবর্গ এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কক্সবাজার জেলায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে মুক্তি কক্সবাজার এর অবদান অনস্বীকার্য। এই প্রকল্পের অধীনে হ্নীলা ইউনিয়নে ১৯০৫ জন উপকারভোগী নির্বাচন খুবই স্বচ্ছতার সাথে মুক্তি কক্সবাজার সম্পন্ন করেছেন। মুক্তি কক্সবাজার ও Oxfam কে এ ধরনের আরো প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আহবান জানান তিনি। তিনি উপস্থিত সকলের উদ্দ্যেশ্যে আরো বলেন, আমি মুক্তি কক্সবাজার সংস্থার কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায় পরায়ণতায় মুগ্ধ। যারা হাঁস মুরগি পালনকারী, আজকে নগদ অর্থ পেয়েছেন তাদের এই টাকা যথাযথ ব্যবহারের আহ্বান জানাচ্ছি। মুক্তি কক্সবাজার এর DFAT AHP III Livelihood প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো: ফয়সাল বারী'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন হ্নীলা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যবৃন্দ, ইউপি সচিব, সাংবাদিক, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মুক্তি কক্সবাজার এর মনিটরিং ম্যানেজার মোঃ তোফাইল ইসলাম, প্রকল্প কর্মকর্তা মঈন উদ্দিন তামজিদ, হিসাব রক্ষণ অফিসার মো. দিদারুল আলম, কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর মো. শাহজালাল, আকতার কামাল, মোহাম্মাদ আবদুল্লাহ প্রমূখ।

উল্লেখ্য যে, দরিদ্র পরিবার সমুহের হাঁস মুরগি পালনের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে অক্সফাম এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা মুক্তি কক্সবাজার, প্রকল্পের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন উপকারভোগিদের হাঁস মুরগি পালনের সহযোগিতা হিসাবে নগদ ৫৪০০ টাকা প্রদান করেছে। টেকনাফ উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নে উপকারভোগির মাঝে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান এবং কৃষি উপকরন হিসেবে বিভিন্ন শাক ও সবজি বীজ, কলস, হ্যান্ড স্প্রে, *(এরপর পাতা-৩, কলাম-৩)*

উপদেষ্টা পরিষদ

অধ্যাপক সোমেশ্বর চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট শিবু লাল দেবদাস
অধ্যাপক জেবুন্নেছা
বাবলা পাল

নির্বাহী সম্পাদক

বিমল চন্দ্র দে সরকার

সম্পাদকীয় পরিষদ

সৈয়দ লুৎফুল কবির চৌধুরী
মোঃ কামরুল হোসেন
মিয়া মাইকেল জাহাঙ্গীর
তোফায়েল ইসলাম
তাহমিনা আক্তার

সম্পাদনায়

ফয়সল মাহমুদ সাকিব
সুজয় কান্তি পাল

প্রকাশক:

মুক্তি কক্সবাজার,
মুক্তি কক্সবাজার ভবন, গোলদীঘির পাড়,
কক্সবাজার-৪৭০০।
ফোন: ০৩৪১-৬২৫৫৮
ইমেইল: mukticox@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.mukticox.org